ধন্বন্তরি

হোমিওপ্যাথিক ও বায়োকেমিক ঔষধ

ডাঃ পরেশচন্দ্র পাল

এম-বি-এইচ-এস, ডি-এম-এস প্রণীত

এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং

প্রাইভেট লিমিটেড

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
অজীর্ণ রোগ	১	উদরাময়	১০
অম্ল রোগ	১	উকুন	১০
অরুচি	১	উদরী	১১
অন্ডের বিবৃদ্ধি (একশিরা)	১	উন্মাদ রোগ	১১
অকাল বার্দ্ধক্য	২	উপদংশ (সিফিলিস)	১১
অনিদ্রা	২	উচ্চ জ্বর	১১
অন্ডকোষের পুঁজময় ফুস্কুড়ি	২	উচ্চ রক্তচাপ	১২
অন্ডের স্নায়ুশূল	২	একজিমা	১২
অন্ডকোষের ফোঁড়া	৩	এনিমিয়া	১৩
অসাড়ে মূত্র	৩	এপেন্ডিসাইটিস	১৩
অসাড়ে মলত্যাগ	৩	কথায় কথায় হাসে	১৪
অস্থিনাশ (হাড় পচন)	৩	কলেরা	১৪
অস্থিতে আঘাত	৩	কাটিয়া গেলে	১৫
অর্শ	৪	কাঁকড়াবিছা দংশন	১৫
অর্ব্বুদ (আব)	৪	কাসি	১৫
আঁচিল	৪	কার্ব্বাঙ্কল	১৫
আঞ্জনী	৫	কর্কট রোগ (ক্যান্সার)	১৬
আগুনে পোড়া	৫	কানের পীড়া	১৬
আক্কেল দাঁত	৫	কানের যন্ত্রণা	১৭
আমাশয়	৫	কোমরের যন্ত্রণায়	১৭
আমবাত	৬	কষ্টকর সঙ্গমে	১৮
আক্ষেপ (তড়কা)	৭	কুষ্ঠ ব্যাধি	১৮
আধকপালে মাথাব্যাথা	৭	কালার-ব্লাইন্ড	১৮
আঘাতজনিত ক্ষত	৭	কেশের পীড়া	১৯
আঙ্গুল হাড়া	৮	কোষ্ঠবদ্ধতা	১৯
ইনফ্লুয়েঞ্জা	৮	কোলাইটিস	২০
ইসোনফিলস	৯	কোলাই জ্বর	২০
উদগার	৯	কোলাপ্স	২০

(হৃদপিন্ডের ক্রিয়া বন্ধ হওয়া এবং উহার কাজ লোপ পাবার উপক্রম)

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
কালশিরা	২১	খাবারের গন্ধে বমি	২৩
কামলা (জন্ডিস)	২১	গণোরিয়া (প্রমেহ)	২৩
কুঁচকি-প্রদাহ	২১	গর্ভপাত আশঙ্কায়	২৩
ক্রন্দন (শিশুর)	২১	গর্ভাবস্থায় হিক্কা	২৩
কাঁটা	২২	গর্ভাবস্থায় রক্তস্রাব	২৪
ক্রিমি	২২	গর্ভবতী নারীর যোনী চুলকানি	২৪
খোস-পাঁচড়া	২২	গর্ভবতী নারীর কুখাদ্যে রুচি	২৪
খিলধরা	২৩	গর্ভাবস্থায় কাসি	২৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
গর্ভবতী নারীর গা-বমি-বমি	২৫
গর্ভাবস্থায় কৃত্রিম ব্যথায়	২৫
গর্ভাবস্থায় শোথ	২৫
গায়ে অসহ্য চুলকানি	২৫
গলগন্ড	২৫
গোড়ালিতে ব্যথা	২৬
গোড়ালি ও পায়ের তলায় ফেটে যাওয়া	২৬
গলায় ঘা	২৬
গলায় ব্যথা	২৬
গলাভাঙ্গা	২৭
গলায় থাইসিস (ফেরিংস ও লেরিংস) .	২৭
গলায় শ্লেষ্মা জমা	২৭
গ্ল্যান্ড টি-বি	২৮
গুরুপাক ভোজনের পর	২৮
ঘামের দূর্গন্ধ কমাতে	২৮
ঘামাচি	২৮
ঘুম তাড়াতে	২৮
ঘাড়ের আড়ষ্টতা	২৯
ঘামে বস্ত্রে হলদে দাগ পড়া	২৯
চক্ষু বেদনাদায়ক দৃষ্টি	২৯
চোখের দৃষ্টিশক্তিহীন	২৯
চোখে কিছু পড়া	২৯
চোখ ওঠা	৩০
চুনে জিহ্বা পোড়া	৩০
ছানি	৩০
ছাত্রদের পরীক্ষায় ভয়	৩০
ছুলি	৩১
চর্মরোগ (শীতকালীন)	৩১
চর্ম মসৃণ রাখতে	৩১
চা পানের কুফল	৩১
জড়ুল	৩২
জন্ম নিয়ন্ত্রণ	৩২
জরায়ুর অস্বাভাবিক রক্তস্রাব	৩২
জরায়ুর ক্ষত	৩৩
জরায়ুর দুর্বলতা	৩৩
জরায়ুর স্থানচ্যুতি	৩৩
জরায়ু বিকৃতিজনিত কোমরে বেদনা .	৩৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
জরায়ুতে জ্বালা	৩৪
জ্বর	৩৪
জ্বর (সুতিকা) অবস্থায়	৩৪
জিয়ার্ডিয়া	৩৫
টনিক	৩৫
টাইফয়েড জ্বর	৩৫
টোমেন পয়জনিং (খাদ্যে বিষক্রিয়া) ..	৩৬
টন্সিলাইটিস	৩৬
টিকার কুফল	৩৬
ট্রেনে, বাসে ও উড়োজাহাজে চলাকালীন মাথাঘোরা বা অসুস্থতা	৩৬
ঠুন্‌কো	৩৭
ডিওডিনাম আলসার	৩৭
ডেঙ্গুজ্বর	৩৭
ডিফথিরিয়া	৩৮
ডিফথিরিয়ার পর পক্ষাঘাত বা অন্যান্য উপসর্গ	৩৮
তড়কা	৩৮
তোৎলামী	৩৮
তামাকের কুফল	৩৯
দাঁতের ব্যথা	৩৯
দাঁত নড়া	৩৯
দাঁত তোলার ফলে রক্তস্রাব	৩৯
দাঁতে পোকা বা দন্তনালী	৩৯
দাঁত টকে যাওয়া	৩৯
দাঁতের ব্যথায় মুখ, মাড়ী ও গলা ফোলা	৩৯
দাঁতের এনামেল রক্ষায়	৪০
দুধ হজম না হওয়া	৪০
দাঁত কড়মড়ানি	৪০
দাদ	৪০
দাঁত ওঠার সময় উদরাময় (শিশুদের).	৪০
দিন কানায়	৪০
দেহের ক্লান্তি	৪১
ধবল (শ্বেতী)	৪১
ধনুষ্টঙ্কার	৪১
ধ্বজভঙ্গ	৪১
নখের পীড়া	৪২
নারাঙ্গা	৪২
নবজাত শিশুর শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধে..	৪২

বিষয়	পৃষ্ঠা
নবজাত শিশুর প্রস্রাব বন্ধে	৪২
নেফ্রাইটিস	৪২
নাসিকার ক্ষত	৪৩
নাসিকার অর্ব্বুদ	৪৩
নাক বন্ধে	৪৩
নাক দিয়ে রক্তস্রাব	৪৩
নিম্ন রক্তচাপ	৪৪
নিউমোনিয়া	৪৪
নাভি থেকে রক্তস্রাব	৪৪
নিষ্ঠুরতা (শিশুদের)	৪৪
নিউরাইটিস	৪৪
নিদ্রাকালে গোঙ্গানী	৪৪
পক্ষাঘাত	৪৫
পোলিও	৪৫
পতঙ্গ ও বিছায় কামড়	৪৫
পুরাতন পেটের গোলমাল	৪৫
পুরাতন বাত	৪৬
পুরাতন সায়েটিকা	৪৬
পাইওরিয়া	৪৬
পাকাশয়ে ক্ষত	৪৬
পাকাশয় হতে রক্তস্রাব	৪৭
পাথরী (মুত্র)	৪৭
পিত্ত পাথরী	৪৭
পিঠে বা কোমরে ব্যথা	৪৭
পিত্তদোষ	৪৭
প্লীহা	৪৭
পেটব্যথা	৪৮
পায়ের কড়া বা আচিঁল	৪৮
প্রসবের পর ফিট	৪৮
প্রসবের পর মায়ের প্রস্রাব বন্ধ থাকলে	৪৮
প্রবল রক্তপাত	৪৮
প্রবল রক্তস্রাব	৪৯
প্রতিষেধক ঔষধ	৪৯
পেরিটোনাইটিস	৪৯
পেট টাটিয়ে থাকা	৫০
পেটের শিরা-উপশিরায় বিকৃতি..	৫০
প্লুরিসি	৫০
প্লুরোডাইনিয়া	৫০
প্রসবের পর ব্যথায়	৫০

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রদর স্রাব (শ্বেত)	৫০
প্রসবের পর ফুল পড়িতে বিলম্ব ...	৫০
প্লেগ	৫০
প্রসূতির স্তন্যাভাব	৫১
প্রসূতির স্তনের বোঁটায় ক্ষত	৫১
প্রষ্টেট-গ্ল্যান্ডের বৃদ্ধি ও প্রদাহ ...	৫১
ফাইলেরিয়া	৫১
ফোড়া	৫১
ফোড়াতে আঘাত লাগা	৫১
ফিশ্চুলা	৫১
ফিট (মৃগী)	৫২
ফিক ব্যথা	৫২
বাধক বেদনা	৫২
বহুমুত্র	৫২
বয়ঃব্রণ	৫৩
বেদনাদায়ক দৃষ্টি	৫৪
বসন্ত	৫৪
বসন্তের গুটি তাড়াতাড়ি শুকাতে.	৫৪
বন্ধ্যাত্ব	৫৪
বাতজনিত হৃদশূল	৫৫
বাক্‌রোধ	৫৫
বৃদ্ধদের রাত্রিতে অধিক প্রস্রাব ..	৫৫
বেড-সোর	৫৫
বগলে কাঠবিড়ালী	৫৫
ব্রেণ-টিউমার	৫৫
বেশী পড়াশুনা করে শরীর নষ্ট হলে	৫৬
বিছানায় প্রস্রাব	৫৬
বেরি-বেরি	৫৬
ভেদ-বমিতে	৫৬
বমি	৫৬
ভিটামিন	৫৭
ভগদ্বারে পুঁজময় ফুস্কুড়ি	৫৭
ভারী জিনিস তোলার জন্য পীড়া	৫৭
ভেষজের মাধ্যমে গ্রহদেবতার শান্তি এবং দুরারোগ্য ব্যাধির প্রতিকার ...	৫৭
মলদ্বারে পীড়া	৫৮
মলদ্বারে জ্বালা	৫৮
মলদ্বারে যন্ত্রণা	৫৮
মলদ্বারে চুলকানি	৫৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
হারিস	৫৮
মস্তিষ্কে শোথ	৫৮
মস্তিষ্কে ক্লান্তি	৫৯
মাম্পস্	৫৯
মেয়েদের বয়স হয়েছে অথচ যৌবন আসেনি	৫৯
মহিলাদের স্বাস্থ্য অটুট রাখতে	৫৯
মাসিক বন্ধে	৬০
মাথাঘোরা	৬০
মেদকমাতে	৬০
মেদবাড়াতে	৬০
মুখে ক্ষত	৬০
মুদা (ফাইমোসিস)	৬১
মৃগী	৬১
মৃত বৎসা	৬১
ক্ষয়রোগ (টি-বি)	৬১
সিফিলিস	৬১
গণোরিয়া	৬১
থ্রম্বোসিস	৬২
শিশুর বমি করা অভ্যাসে	৬২
রাত্রে বাতের যন্ত্রণায় কষ্টে	৬২
দিনে বাতের যন্ত্রণায় কষ্টে	৬২
মাসে দু'বার মাসিকে	৬২
শিশু দিনে কাঁদে রাত্রিতে ঘুমায়	৬২
শিশু দুধ পান করলেই স্তনে ব্যথা	৬২
শিশু দিনে ঘুমায় রাত্রে কাঁদে	৬২
শিশু দিনে ও রাত্রে কাঁদে	৬৩
যে কোন নূতন প্রদাহে	৬৩
গাম বয়েল	৬৩
রোগীর মাথার চুলের সাহায্যে যে কোন রোগ আরোগ্য করা যায়	৬৩
রক্ত-প্রস্রাব	৬৩
রাতকানা	৬৪
রক্তপিত্ত	৬৪
লিভারে ক্যান্সার বা রক্তাধিক্য	৬৪
লিকুমিয়া	৬৪
শ্বাসকষ্ট	৬৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
শরীরের সমস্ত স্থান হতে রক্তাক্ত ঘর্ম বের হওয়া	৬৪
শিরঃপীড়া	৬৪
সর্দ্দি-গর্ম্মিতে	৬৫
সর্প-দংশন	৬৫
সূতিকা-জ্বর	৬৫
সুরাপানের নেশা কমাতে	৬৫
শিশুর কোষ্ঠকাঠিন্যে	৬৫
শোকজনিত পীড়া	৬৬
স্মৃতিশক্তির হ্রাস ও লোপ	৬৬
শিশুদের নৈশভীতি	৬৬
শিশুদের হাইড্রোসিল	৬৬
সাইনোভাইটিস	৬৬
স্পন্ডেলাইটিস (কুঁজো)	৬৬
হিল ডায়েরিয়া (পাহাড় দেশীয় উদরাময়)	৬৭
হৃদরোগ	৬৭
হাঁপানি	৬৭
হাঁচি	৬৮
হার্ণিয়া	৬৮
হার্পিস	৬৮
হাম	৬৮
হাজা	৬৯
হুপিং-কাসি	৬৯
ক্ষত	৬৯
ক্ষতচিহ্ন	৬৯
ক্ষৌরকন্ডু (বার্ব্বার ইচ)	৬৯
অব্যর্থ কয়েকটি হোমিও মিক্‌চার	৬৯
কিসের কুফল কোন্ ঔষধে নষ্ট হয়	৭১
আকাশে উড়া বা পাহাড়ে উঠা	৭১
সাল্‌ফার ড্রাগ ও এন্টিবায়োটিক ঔষধ ব্যবহারে গায়ের এলার্জি কমাতে	৭২
আকস্মিক দুর্ঘটনা	৭২

ধন্বন্তরি

অজীর্ণ রোগ

আমলকী θ ১০ ফোঁটা জলের সাথে দু'বার খাবার পর দিবেন। নিশ্চয়ই ভাল ফল পাবেন।

বায়োকেমিকঃ-নেট্রাম-ফস ৬x এবং ক্যালকে-ফস ৬x, ক্যালকে-সালফ ৩x, কেলি-ফস ৬x, নেট্রাম-মিউর ৩x প্রতিটি ট্যাবলেট একসাথে খাবার পর খেলে অনেক উপকার পাওয়া যায়। ক্যালকে সালফ ২০০x সকালে এবং নেট্রাম-মিউর ২০০x বিকালে দিবেন, ভাল ফল হবেই। অজীর্ণ উদরাময়ে এলিয়াম-স্যাটাইভা θখাওয়ার পর দুবেলা দিবেন। ভাল ফল পাবেন।

অম্ল রোগ

আমলকী θ ১০ ফোঁটা দিনে দুবার বা তিনবার করে জলের সাথে দিবেন-অব্যর্থ ফল পাবেন। এমেনিয়া θ ৫ ফোঁটা করে দিনে দুবার করে দিবেন। ভাল ফল পাবেন। ইহা ছাড়া কার্ব্বো-ভেজ ৩০ অথবা লাইকোপোডিয়াম ৩০ শক্তি লক্ষণ অনুসারে দিতে পারেন।

বায়োকেমিকঃ- নেট্রাম-ফস ৬x, ম্যাগ-ফস ৬x এবং ক্যালকে-ফস ৬x প্রতিটি ঔষধ তিনটি করে ট্যাবলেট একত্রে মিশিয়ে ৩ ঘন্টা অন্তর খাওয়ালে খুব ভাল ফল পাবেন।

অরুচি

আমলকী θ দিনে ১০ ফোঁটা করে দুবার খাওয়ালেই অব্যর্থ ফল পাবেন। ক্ষুধাও অত্যন্ত বৃদ্ধি পাবে। নাক্স-ভম ৬x দিনে তিনবার করে খাওয়ালে ভাল ফল পাবেন।

বায়োকেমিকঃ- নেট্রাম-ফস ৬x, নেট্রাম-সালফ ৬x, ক্যালকে-ফস ৬x প্রতিটি ঔষধ তিনটি করে ট্যাবলেট একসাথে কিছুদিন ব্যবহার করলে উপকার হবেই।

অণ্ডের বিবৃদ্ধি (একশিরা)

আঘাত লাগার দরুণ হলে আর্ণিকা ২০০ তিন ঘন্টা অন্তর দিবেন, ভাল ফল পাবেন। ডান দিকের অণ্ডে-রডোডেনড্রন ২০০ দিনে দুবার করে দিয়ে যাবেন। নিশ্চয়ই ভাল ফল পাবেন। ক্লিমেটিস ৩০কেও ভুলবেন না। আর বাম দিকের অণ্ডে হইলে-পালসেটিলা ৩০ দিনে দুবার দিবেন। ইহা ছাড়া

অরাম-মেট ২০০ এবং অরাম-মিউর ২০০ সপ্তাহে একবার করে দিয়ে দেখবেন। আর একটি ঔষধ আপনাদের কাছে জানাই-সেটি হচ্ছে মাইরিষ্টিকা ২০০-প্রতি তিন ঘন্টা অন্তর দিবেন। পুরাতন হলে দিনে একবার হলেই যথেষ্ট।

বায়োকেমিকঃ- কেলি-মিউর ৬x এবং ফেরাম-ফস ৬x প্রতিটি ঔষধ তিনটি করে ট্যাবলেট একসাথে গরম জলের সহিত দুবার খেতে দিবেন। ভাল ফল পাবেন। ইহা ছাড়া ক্যালকেরিয়া-ফ্লোর ২০০x দিয়ে দেখতে পারেন।

অকাল বার্দ্ধক্য

এগ্নাস-ক্যাষ্টাস ৬ প্রতিদিন সকালে ও বিকালে দিবেন। দেশীয় ঔষধঃ- আমলকী θ ৫-১০ ফোঁটা সকালে রীতিমত খেলে যে চিরযুবকই থাকবে।

অনিদ্রা

চিনিনাম-আর্স ৬ খুব ভাল ঔষধ। প্যাসিফ্লোরা θ ২০ ফোঁটা করে শোবার আগে দিবেন। খুব ভাল ফল পাবেন। রাওলফিয়া-সার্পেন্টিনা θ ১০ ফোঁটা করে শোবার আগে দিবেন। এতেও একই উপকার পাবেন। কফিয়া ৬ দিয়ে ও দেখতে পারেন। যথেষ্ট ফল পাবেন। শিশুদের বেলায় ক্যামোমিলা ৬ দিলে অল্প সময়ের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়বে। ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব ৩০ শক্তি চার ঘন্টা অন্তর খুবই উপকারী।

বায়োকেমিকঃ- কেলি-ফস ৬x, ফেরাম-ফস ১২x,কেলি-মিউর ৬x, নেট্রাম-ফস ৬x, নেট্রাম-মিউর ৩x একসাথে দিয়ে দেখবেন।

অণ্ডকোষের পুঁজময় ফুস্কুড়ি

সাধারণ হলে-এন্টিম-টার্ট ৩০ দিবেন ভাল ফল পাবেন। উপদংশ জনিত হলে-অরাম-মিউর ২০০ সপ্তাহে দুবার করে দিবেন। নিশ্চয়ই ভাল ফল পাবেন। এমন কি দাদ জাতীয় রোগ হলেও আরোগ্য হবেই। এই স্থানেও মাইরিষ্টিকা ২০০ শক্তি দিনে দুবার দিয়ে দেখবেন।

বায়োকেমিকঃ- কেলি-মিউর ৬x পাঁচটি ট্যাবলেট দিনে দুবার করে দিলে ভাল ফল পাবেন।

অণ্ডের স্নায়ুশূল

প্রধান ঔষধ অরাম-মেট ২০০ প্রতি সপ্তাহে একবার সেব্য। মাইরিষ্টিকা ২০০, হাইপেরিকাম ২০০, বেলিস-পেরেনিস ৬কে ভুলবেন না।

বায়োকেমিকঃ- কেলি-ফস ২০০x এবং ম্যাগ-ফস ২০০x প্রতিটি ঔষধ একটি করে ট্যাবলেট একসাথে দিনে দুবার করে দিলে নিশ্চয়ই উপকার পাবেন।

অন্ডকোষের ফোঁড়া

মাইরিষ্টিকা ২০০ তিন ঘন্টা অন্তর দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়। নূতন ঔষধ টেরামাইসিন ৩০ শক্তি দু ঘন্টা অন্তর দিলে অব্যর্থ ফল পাওয়া যায়।

বায়োকেমিকঃ-ফেরাম-ফস ৬x, কেলি-মিউর ৬x, ক্যালকেরিয়া-সালফ ৬x শক্তি তিনটি করে ট্যাবলেট (প্রত্যেকটির) একত্রে মিশিয়ে খেতে দিবেন।

অসাড়ে মূত্র

ভার্ব্বাস্কাম θ (মূলেন θ) তিন ফোঁটা করে জলের সাথে মিশিয়ে দিনে তিনবার করে দিবেন।

দিনের বেলায়-আর্জেন্টাম-নাইট্রিকাম ৩০ শক্তি দু বার করে দিবেন। রাত্রিতে-এপোসাইনাম-ক্যানাব ৩০ শক্তি। ঠাণ্ডা লাগার দরুণ-কষ্টিকাম ২০০ শক্তি অব্যর্থ। রাস-টক্স ৩০ দিয়ে দেখবেন। ক্রিমি জনিত হলে সিনা ২০০ অব্যর্থ। বায়োকেমিকঃ- কেলি-ফস ৬x, ফেরাম-ফস ৬x একসাথে দিলে ভাল উপকার পাবেন।

অসাড়ে মলত্যাগ

এলোজ ২০০ শক্তি দিনে তিনবার করে দিবেন। পডোফাইলাম ২০০ শক্তি দিলে নিশ্চয়ই ফল পাবেন। টাইফয়েডঃ- আর্ণিকা ৬ দুই ঘন্টা অন্তর দিবেন। নূতন ঔষধঃ-ক্লোরোমাইসিটিন ৩০ দিনে চার বার করে দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

বায়োকেমিকঃ-কেলি-ফস ৬x, নেট্রাম-ফস ৬x ম্যাগ-ফস ৬x, ফেরাম-ফস ৬x, ক্যালকেরিয়া-ফস ৬x একসাথে মিশিয়ে দু'ঘন্টা অন্তর দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

অস্থিনাশ (হাড় পচন)

ফ্লোরিক-অ্যাসিড ২০০ শক্তি দিনে একবার দিবেন। সাইলিসিয়া ২০০ শক্তি অনুপূরক। স্থানীয় প্রয়োগ ক্যাসিয়া-সোপেরা θ।

অস্থিতে আঘাত

রুটা ৩x দু'ঘন্টা অন্তর দিবেন। সিমফাইটাম ৬ শক্তি দু'ঘন্টা অন্তর ব্যবহার করিলেও ভাল ফল পাওয়া যায়।

অর্শ

বেদনাহীন রক্তস্রাবী অর্শ হলে সালফার উচ্চশক্তি হাজার বা তদুর্দ্ধ শক্তি দিয়ে অপেক্ষা করুন, সুফল হবেই (চন্দ্রশেখর কালি)। ইহা ছাড়া ব্লুমিয়া-ওডোরেটা θ দশ ফোঁটা করে দুই ঘন্টা অন্তর দিয়ে যাবেন, ফল অবশ্যই পাবেন। অর্শের জ্বালা কমাতে এ্যালোজ ২০০ শক্তিই যথেষ্ট। যদি তাহাতে ফল না হয়, অর্থাৎ না কমে তবে ক্যাপসিকাম ২০০ শক্তি ব্যবহার করবেন।

মলদ্বারে অসহ্য যন্ত্রণা ও রক্তস্রাব থাকিলে অ্যাসিড-নাইট্রিক ২০০ শক্তি সকালে ও বিকালে দিবেন। মলদ্বারে টাটানি, ব্যথা ও রক্তস্রাব বর্ত্তমান থাকিলে কলিন্সোনিয়া ৩x এও ভাল ফল পাবেন। ইহার আর একটি লক্ষণ-মলদ্বারে যেন কিছু লাগিয়া আছে, অর্থাৎ গোঁজ লাগা ভাব। সাধারণ অর্শে সালফার ৩০ দিনে ও নাক্স-ভম ৩০ রাত্রিতে ব্যবহার করবেন। কিছুদিন ব্যবহারের পর রোগী নিশ্চয়ই আরোগ্য লাভ করবে। একোনাইট ৩x এবং প্লান্টেগো θ খুব তাড়াতাড়ি জ্বালা যন্ত্রণা সাময়িক ভাবে উপশম করে।

বায়োকেমিকঃ- ক্যালকেরিয়া-ফ্লোরিকা ৬x, ফেরাম-ফস ৬x, কেলি-মিউর ৬x, ম্যাগ-ফস ৬x, কেলি-ফস ৬x, প্রত্যেকটির দুটি করে ট্যাবলেট একসাথে মিশিয়ে কিছুদিন খাওয়ালে ভাল ফল লাভ করবেন।

স্থানীয় প্রয়োগঃ-উপরিউক্ত ঔষধগুলি প্রত্যেকটির পাঁচটি করে ট্যাবলেট নিন। ঐ ট্যাবলেটগুলি এক আউন্স নারিকেল তেলের সঙ্গে মিশিয়ে একটি লোশন তৈরী করে ক্ষতস্থানে বাহ্যপ্রয়োগ করবেন। ইহাতে তাড়াতাড়ি ফল পাওয়া যায়।

অর্বূদ (আব)

মেদযুক্ত আবে ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব ২০০ সপ্তাহে দু'বার ব্যবহার করবেন। গলায় হলে সিষ্টাস-কেনাডেন্সিস ২০০ শক্তি একমাত্রা করে প্রতিদিন দিবেন। ব্যর্থতায় ব্যারাইটা-কার্ব্ব ২০০ শক্তি সপ্তাহে দু'বার ব্যবহার্য্য। এই ঔষধগুলিকে সাহায্য করার জন্য কার্সিনোসিন ২০০ মাঝে মাঝে (১৫ দিন অন্তর) ব্যবহার করবেন। নাড়ীময় (পেটে) ইউক্যালিপ্টাস ৩০ বেশ কিছুদিন খাওয়াবেন। কমবেই।

প্রমেহ দোষযুক্ত রোগীকে থুজা ২০০ সপ্তাহে একবার দিবেন।

আঁচিল

ফুল কপির মত হলে থুজা ১০০০ শক্তি যথেষ্ট। ১৫ দিন অন্তর ব্যবহার্য্য। মুখের আঁচিলে থুজা হলে কষ্টিকাম ২০০ শক্তি সপ্তাহে ২ দিন ব্যবহার করে দেখবেন। অব্যর্থ ফল পাবেন। ক্যালকেরিয়া-কালসিনেটা ৩x ঔষধটি

আঁচিলের মহৌষধ। বাহ্যপ্রয়োগঃ- থুজা θ বা ক্রোমিক-অ্যাসিড ১x ঐ স্থানে লাগাইলে ভাল ফল পাবেন।

আঞ্জনী

পালসেটিলা ৩০ দিন ঘন্টা অন্তর দিবেন। অবশ্য পেটের অসুখ থাকলে ইহা অব্যর্থ কাজ পাবেন। যদি না কমে তবে ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া ২০০ প্রতিদিন ১ ফোঁটা করে দিবেন। নিশ্চয়ই সুফল পাবেন। আঞ্জনী শক্ত আবের মত হলেও কমে যাবে। এই ক্ষেত্রে ক্যালকেরিয়া-ফ্লোর সি, এম এক মাত্রাই যথেষ্ট।

নূতন ঔষধঃ-টেরামাইসিন ৩০ তিন ঘন্টা অন্তর দিয়ে যাবেন অব্যর্থ ফল পাবেন। পেনিসিলিন ৩০ও ঠিক অনুরুপ কাজ পাবেন।

আগুনে পোড়া

ক্যান্থারিস θ জলের সাথে মিশিয়ে বাহ্য প্রয়োগ করবেন। আর্টিকা-ইউরেন্স θ জলের সাথে মিশিয়ে বাহ্যপ্রয়োগ করা চলে।

খাবার ঔষধঃ- ক্যান্থারিস ৩x এক ঘন্টা অন্তর দিবেন। কষ্টিকাম ৩০ অথবা অ্যাসিড-পিকরিক ২০০ দিয়ে দেখবেন।

যদি না কমে, তবে এক্সরে ৩০ দিনে দুবার দিয়ে যাবেন। ভাল ফল পাবেন। নূতন ঔষধ টেরামাইসিন ৩০ দু'ঘন্টা অন্তর ব্যবহার করলে আশাতীত ফল পাবেন।

পুড়িয়া গেলে অনেক সময় তড়কার আবির্ভাব হতে পারে, সাবধানতার জন্য (যাতে উহার আক্রমণ না ঘটে) অ্যামিল-নাইট্রেট ২০০ দিনে দু'বার (সকালে ও বিকালে) দিয়ে রাখা ভাল।

বায়োকেমিকঃ- কেলি-মিউর ৬x ফেরাম-ফস ৬x, কেলি-সালফ ২x কেলি, ফস ৬x, নেট্রোম-মিউর ৬x, প্রতিটি ঔষধের ৩টি করে ট্যাবলেট মিশিয়ে তিন ঘন্টা অন্তর খেতে দিলে অল্প দিনেই শুকিয়ে যাবে।

আক্কেল দাঁত

মাইরিষ্টিকা ২০০ দু'ঘন্টা অন্তর ব্যবহার করবেন।

বায়োকেমিকঃ ক্যালকেরিয়া ফ্লোর ২০০x এবং ম্যাগ-ফস ২০০x একসঙ্গে মিশিয়ে প্রয়োগ করলে ভাল ফলই পাবেন।

আমাশয়

সাধারণ রক্ত আমাশয়-ইপিকাক ৩x দু'ঘন্টা অন্তর দিবেন।

সাদা আমাশয়ঃ- মার্ক-সল ৬ দিনে তিনবার করে দিন।

রক্ত আমাশয়ঃ- মার্ক কর ৬ দিনে তিনবার করে দিন।

গ্রীষ্মকালীন আমাশয়ে কুর্চ্চি θ দশ ফোঁটা করে দিনে তিনবার দিলে ভাল ফল পাবেন।

শীতকালীন আমাশয়ে অ্যাটিষ্টা-ইন্ডিকা θ দশ ফোঁটা করে দিনে তিনবার দিলে ভাল ফল পাবেন।

বর্ষাকালীন আমাশয়ে ডালকামারা ৬ দিনে চারবার করে দিন। সবুজ রংয়ের আমাশয় মার্ক-ডালসিস ৬ দু'ঘন্টা অন্তর প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

অতি মিষ্টি খাওয়ার ফলে আমাশয়ে আর্জেন্টিকাম-নাইট্রিকাম ৩০ অব্যর্থ, দিনে তিনবার করে ব্যবহার করবেন।

সিপিয়া ৩০ আমাশয়ের জীবাণু নষ্ট করে।

দেশীয় ঔষধঃ- রক্ত আমাশয়-ব্লুমিয়া অডোরেটা θ দশ ফোঁটা করে তিন ঘন্টা অন্তর দিবেন। পুরাতন আমাশয়ে-ঈগলমার θ দশ ফোঁটা করে সকালে ও বিকালে প্রয়োগ করবেন। এই ক্ষেত্রে সালফার ২০০ সপ্তাহে দু'বার ব্যবহার করলেও ভাল ফল পাবেন। পুরাতন আমাশয়ে আমাদের নূতন ঔষধ ক্লোরোমাইসিন ৩০ সকালে ও বিকালে ব্যবহার করলে ভাল ফল পাবেন।

বায়োকেমিকঃ- কেলি মিউর ৬x কেলি-সালফ ৬x, ক্যালকেরিয়া সালফ ৬x, ম্যাগ-ফস ৬x একত্রে তিনটি করে ট্যাবলেট (প্রত্যেকটির) মিশিয়ে বার ঘন্টা অন্তর দিবেন।

আমবাত

খাবার দোষে রোগের উৎপত্তি হলে এন্টিম ক্রুড ২০০ দিনে দু'বার বা পালসেটিলা ৬ দিনে চারবার প্রয়োগ করবেন। আর্টিকা-ইউরেন্স ৩০- ও একটি ভাল ঔষধ। ক্লোরেলাম ২x -ও একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

বাহ্য-প্রয়োগঃ পাঁচ ফোঁটা কার্ব্বলিক-অ্যাসিড আধ আউন্স অলিভ অয়েলের সাথে মিশিয়ে মালিশ করলে চুলকানির উপশম হয়।

বায়োকেমিকঃ- নেট্রাম মিউর ২০০x প্রয়োগ করলেও ভাল ফল লাভ করবেন।

দেশীয় ঔষধঃ- হাইগ্রোফোলিয়া θ পাঁচ ফোঁটা করিয়া তিন ঘন্টা অন্তর দিলেও ভাল কাজ পাবেন।